ই - সংবাদ

।। প্রেস রিলিজ - তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর - ত্রিপুরা সরকার -১১/১০/২০১৭ ।।

প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলা : ধর্মনগরে জেলাভিত্তিক কর্মসূচি

ধর্মনগর, ১১ অক্টোবর ।। প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলায় আগাম প্রস্তুতি গ্রহণ, সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সেমিনার ইত্যাদি বিষয়ে তিনদিনব্যাপী উত্তর ত্রিপুরা জেলাভিত্তিক অনুষ্ঠান আয়োজিত হবে ধর্মনগরে। কর্মসূচি অনুযায়ী ১৩ অক্টোবর জেলাভিত্তিক এই অনুষ্ঠানের সূচনা হবে। এদিন জেলার প্রতিটি বিদ্যালয় ও সরকারী অফিসে দুর্যোগ মোকাবিলায় প্রস্তুতির শপথ বাক্য পাঠ করানো হবে। ১৫ অক্টোবর ধর্মনগর বীর বিক্রম ইনস্টিটিউশনে সকাল ১০টায় ১০টি বিভাগে বসে আঁকো প্রতিযোগিতা হবে। এছাড়া, ১৬ অক্টোবর বিবেকানন্দ সার্ধ শতবার্ষিকী ভবনে দুপুর ১২টায় শুরু হবে প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা বিষয়ক আলোচনাচক্র। একই সঙ্গে অনুষ্ঠিত হবে রক্তদান শিবির ও বিতর্ক প্রতিযোগিতা। বিতর্ক প্রতিযোগিতার বিষয় প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলায় একমাত্র পথ সচেতনতা । এছাড়াও ঐদিন ধর্মনগর সরকারী উচ্চতর বালিকা বিদ্যালয়ে হবে- ত্রিপুরায় সম্ভাব্য বিপর্যয় মোকাবিলায় প্রস্তুতি বিষয়ক প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা। প্রবন্ধ ৫০০ শব্দের মধ্যে হতে হবে। এই কর্মসূচির শুরুতে বর্ণাঢ্য র‍্যালী বিবেকানন্দ সার্ধ শতবার্ষিকী প্রাঙ্গণ থেকে শুরু হবে। উত্তর ত্রিপুরা জেলা ও ধর্মনগর মহকুমা প্রশাসন এবং প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলা বিষয়ক জেলা কার্যালয়ের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানকে সার্বিকভাবে সফল করে তোলার লক্ষ্যে জেলাশাসক কার্যালয়ের সভাকক্ষে গতকাল প্রস্তুতি বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। জেলাভিত্তিক কর্মসূচিকে সফল করে তুলতে সভায় আলোচনা করেন প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলা বিষয়ক জেলার কো-অর্ডিনেটর নীলিমেশ ভট্টাচার্য, ডি.টি.ও. টি. ডার্লং, ধর্মনগর মহকুমা শাসক প্রদীপ আচার্য সহ বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ। এদিনের সভায় বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণও উপস্থিত ছিলেন।

প্রাকৃতিক বিপর্যয় : কৈলাসহর সভা

কৈলাসহর, ১১ অক্টোবর ।। বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে কৈলাসহরে প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলা দিবস উদ্‌যাপন করা হবে। এ উপলক্ষ্যে মূল অনুষ্ঠানটি হবে আগামী ২৪ অক্টোবর। এই কর্মসূচিকে সফল করে তুলতে গতকাল কৈলাসহর মহকুমা শাসক কার্যালয়ে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। ভারপ্রাপ্ত মহকুমা শাসক এল. রানচালের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় গৌরনগর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান মধুময় মালাকার, ডি.সি. দেবী হালাম ও সোমা দেব সহ বিভিন্ন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন। কর্মসূচি অনুযায়ী ২৪ অক্টোবর আর.কে. ইনস্টিটিউশনে অনুষ্ঠিত হবে বিপর্যয় মোকাবিলা বিষয়ে বসে আঁকো এবং ক্যুইজ প্রতিযোগিতা। সকাল ৯টায় উনকোটি কলাক্ষেত্রে অনুষ্ঠিত হবে স্বেচ্ছা রক্তদান শিবির। এরপর বেলা ১১ টায় হবে বর্ণাঢ্য র‍্যালী। র‍্যালীর পর আয়োজিত হবে বিপর্যয় মোকাবিলা বিষয়ক মহড়া।

করবুকে সামাজিক ভাতা পাচ্ছেন ৪১৩৪ জন

করবুক, ১১ অক্টোবর ।। করবুক মহকুমায় ৪১৩৪ জন বিভিন্ন সামাজিক প্রকল্পে ভাতা পাচ্ছেন। এরমধ্যে নতুন ভাতা প্রাপক রয়েছেন ৫৭৩ জন। এদিকে, মহকুমা এলাকার ২৭২ টি অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রে হাত ধোয়া, ওজন পরিমাপ এবং মায়েদের পুষ্টি সংক্রান্ত বিষয়ে পক্ষকাল ব্যাপী আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছে। চলতি মাস থেকে এই কর্মসূচি শুরু হয়েছে। করবুক আই. সি. ডি. এস. কার্যালয়ের সি. ডি. পি. ও. এ তথ্য জানিয়েছেন।

পশ্চিম জেলা ভিত্তিক যাত্রা উৎসবের প্রস্তুতি

আগরতলা, ১১ অক্টোবর ।। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে আগামী ডিসেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে আগরতলায় অনুষ্ঠিত হবে পশ্চিম জেলা ভিত্তিক যাত্রা উৎসব। যাত্রা উৎসবকে সার্বিকভাবে সফল করে তোলার জন্য গত ৯ অক্টোবর পশ্চিম জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি কার্যালয়ের সহ অধিকর্তা পাঞ্চালী দেববর্মার সভাপতিত্বে তাঁরই অফিস কক্ষে এক প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব সহ বিভিন্ন যাত্রা সংস্থার শিল্পীরা উপস্থিত ছিলেন। সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে আগামী ডিসেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে শুরু হবে পশ্চিম জেলা ভিত্তিক যাত্রা উৎসব। প্রতিদিন দুটি করে যাত্রাপালা অনুষ্ঠিত হবে। যাত্রাপালার বিষয় হতে হবে সামাজিক, ঐতিহাসিক পৌরাণিক এবং সংহতিমূলক। একজন শিল্পী একটি মাত্র যাত্রাপালায় অংশ গ্রহণ করতে পারবেন। শুধুমাত্র বিবেক ও মহিলা শিল্পী একের অধিক দুটি যাত্রাপালায় অংশ গ্রহণ করতে পারবেন। জেলা ভিত্তিক এই উৎসবে অংশ গ্রহণ করতে ইচ্ছুক যাত্রা দলগুলিকে আগামী ২০ অক্টোবরের মধ্যে গান্ধীঘাটস্থিত তথ্য ও সংস্কৃতি কার্যালয়ে নাম নথিভুক্ত করার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে।

খাওরাবিল সীমান্ত জল উৎসব ১৭ই

কৈলাশহর, ১১ অক্টোবর ।। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে এবং গৌরনগর পঞ্চায়েত সমিতির সহযোগিতায় আগামী ১৭ অক্টোবর খাওরাবিল সীমান্ত এলাকা জল উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। এ উপলক্ষ্যে গতকাল খাওরাবিল জে. বি. স্কুলে গৌরনগর পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান মহ: ইনুচ মিয়া খাদিম-এর সভাপতিত্বে প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই উৎসবকে সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে সভা থেকে পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান শান্তি সিংহকে চেয়ারম্যান করে প্রস্তুতি কমিটি এবং সাতটি উপ কমিটি গঠন করা হয়েছে। কর্মসূচি অনুযায়ী এই উৎসব উপলক্ষ্যে সাঁতার ও নৌকা দৌড় প্রতিযোগিতা এবং সন্ধ্যায় আয়োজিত হবে সাংস্কৃতিক

সমাজ কল্যাণ দপ্তরের এস পি আই ও নিযুক্ত

আগরতলা, ১১ অক্টোবর ।। তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের স্টেট পাবলিক ইনফরমেশন অফিসারের নাম ঘোষনা করা হয়েছে। ডি আই এস ই পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা অফিসের এস পি আই ও হয়েছেন ডেপুটি ডিরেক্টর সঞ্জিত রূপিনী। ফোন নম্বর হলো ২৩৭১৯২০ এবং৯৪৩৬১৬৭৭৪৯ । ডি আই এস ই দক্ষিণ জেলা অফিসের এস পি আই ও হয়েছেন পি ও হারাধন দাস । ফোন নম্বর ০৩৮২১২২২২২৪ এবং ৯৪৩৬৫৯৫৮৭৯ । ডি আই এস ই ধলাই অফিসের এস পি আই ও হয়েছেন পি ও জ্যোতির্ময় দেবনাথ । ফোন নম্বর ০৩৮২৬২৬৭২১৬ এবং ৯৪৩৬১৬৮১৬৪ । ডি আই এস ই উত্তর জেলা অফিসের এস পি আই ও হয়েছেন সি ডি পি ও বিদ্যাসাগর দেববর্মা। ফোন নম্বর ০৩৮২২২৩৪২৯৫ এবং ৯৪৩৬৫৮৩৫২৪ । ডি আই এস ই সিপাহীজলা জেলা অফিসের এস পি আই ও হয়েছেন পি ও চন্দ্রানী বিশ্বাস। ফোন নম্বর হলো ৮৪১৫৯০১৮১৯ । ডি আই এস ই গোমতী জেলা অফিসের এস পি আই ও হয়েছেন সি ডি পি ও ধীরাপদ দেবনাথ । ফোন নম্বর হলো ৯৪৩৬১৩৮০৪৭ । ডি আই এস ই খোয়াই জেলা অফিসের এস পি আই ও হয়েছেন পি ও অরুণ কুমার দেববর্মা। ফোন নম্বর হলো ৯৪৩৬১২৪৪২৮ । ডি আই এস ই ঊনকোটি জেলা অফিসের এস পি আই ও হয়েছেন সি ডি পি ও উত্তম আচার্য । ফোন নম্বর হলো ৯৪৩৬৯৪৯৩৬৪ ।সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তর থেকে এই তথ্য জানানো হয়েছে।

৪০ জন মাছ চাষীকে পাবদা মাছ চাষে সহায়তা

খোয়াই, ১১ অক্টোবর ।। তেলিয়ামুড়া মহকুমায় ৪০ জন মাছ চাষীকে বিজ্ঞান ভিত্তিক পাবদা মাছ চাষে সহায়তা দেওয়া হয়েছে। কর্মসূচি অনুযায়ী তেলিয়ামুড়া, কল্যাণপুর, মুঙ্গিয়াকামী এবং তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদ এলাকায় ১০ জন করে মাছ চাষীকে ১.৬০ হেক্টরে মাছ চাষের জন্য মৎস দপ্তর থেকে ২০০ টি করে পাবদা মাছের পোনা সহ মাছ চাষের বিভিন্ন উপকরণ দেওয়া হয়। এতে ব্যয় হয়েছে ৬ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা। খোয়াই জেলা মৎস্য আধিকারিক কার্যালয় থেকে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

রাজ্য মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত

আগরতলা, ১০ অক্টোবর ।। আজ মন্ত্রিসভার বৈঠকে শ্রম দপ্তরে টি পি এস সি-র মাধ্যমে ইনস্পেক্টর অব ফ্যাক্টরিজ পদে একজন লোক নিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় । মন্ত্রিসভার বৈঠক শেষে সচিবালয়ে সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী ভানুলাল সাহা ।

রূপাইছড়ি ব্লকে বিভিন্ন পরিকাঠামোর উন্নয়ন

সাব্রুম, ১০ অক্টোবর ।। রূপাইছড়ি ব্লক এলাকায় শিক্ষা পরিকাঠামোর উন্নয়ন ও ক্রীড়া পরিকাঠামোর উন্নয়নে রূপায়িত হচ্ছে নানা কর্মসূচী । সীমান্ত এলাকা উন্নয়ন প্রকল্পে ব্লকের চালিতা বনকুল এবং জয়কুমার রোয়াজা পাড়া এস বি স্কুলের নতুন শ্রেণীকক্ষ নির্মাণ করা হচ্ছে । ব্যয় হবে ৫০ লক্ষ টাকা । মহামুণি অ্যাসেন্ট একাডেমির শ্রেণীকক্ষ নির্মাণের কাজ চলছে বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন তহবিলে ২০লক্ষ ৩৩ হাজার টাকা ব্যয়ে । এছাড়া, চাতকছড়ি দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসের নতুন পাকাবাড়ী ও বিজ্ঞান সম্মত শৌচালয় নির্মাণের কাজ এগিয়ে চলেছে । এর জন্য ব্যয় হবে ৩৬ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা । বৈষ্ণবপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসের তত্বাবধায়কের জন্য কোয়ার্টার নির্মিত হচ্ছে ৩৩ লক্ষ ২০ হাজার টাকা ব্যয়ে । অন্যদিকে, রূপাইছড়িতে তৈরি হচ্ছে ইন্ডোর স্পোর্টস হল । ব্যয় হবে ৩২ লক্ষ টাকা । গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের সাতচাঁদ বিভাগীয় কার্যালয় এই সব পরিকাঠামো গড়ে তোলার দায়িত্বে রয়েছে । এর জন্য ১কোটি ৭১ লক্ষ ৮৬ হাজার টাকা ব্যয় হবে বলে সংশ্লিষ্ট কার্যালয় থেকে জানানো হয়েছে ।

বিলোনীয়ায় বিশ্ব প্রবীণ দিবস ও শচীন দেববর্মণের জন্মজয়ন্তী পালিত

বিলোনীয়া, ১০ অক্টোবর ।। বিলোনীয়া পুর পরিষদ, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর এবং সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে আজ বিলোনীয়া টাউন হলে বিশ্ব প্রবীণ দিবস ও কুমার শচীন দেববর্মণের জন্মজয়ন্তী পালন করা হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন বিধায়ক বাসুদেব মজুমদার । উদ্বোধকের ভাষণে তিনি বলেন, প্রবীণরা হচ্ছে আমাদের অভিভাবক । সমাজের বিভিন্ন পেশায় যুক্ত থেকে তাঁরা আমাদের সমাজকে এগিয়ে নিয়েছেন। আমাদের প্রতিদিন চলার পথে প্রেরণা যুগিয়েছেন । অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে আলোচনা করেন দক্ষিণ ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি হিমাংশু রায়, বিলোনীয়া পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন শুভ্রা মিত্র, পুর পরিষদের সদস্য মৃন্ময় চক্রবর্তী, এস আই ও মনোজ দেববর্মা প্রমুখ। অনুষ্ঠানে বিলোনীয়া পুর পরিষদ এলাকার ২০জন প্রবীণ নাগরিককে সংবর্ধনা দেওয়া হয় । এরপর এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কুমার শচীন দেববর্মণের জন্মজয়ন্তী পালন ও পুরস্কার বিতরণ করা হয়। গত ১ অক্টোবর বিশ্ব প্রবীণ দিবস ও শচীন দেববর্মণের জন্মজয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষে শিশুদের মধ্যে বসে আঁকো, আবৃত্তি ও নৃত্য প্রতিযোগিতা বিলোনীয়া টাউন হলে অনুষ্ঠিত হয়েছিল । আজকের অনুষ্ঠানে উক্ত প্রতিযোগিতায় প্রথম,দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারীদের হাতে অতিথিগণ পুরস্কার তুলে দেন । অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রবীণ নাগরিক নিরঞ্জন চক্রবর্তী ।

প্রকাশিত সংবাদের স্পষ্টীকরণ

আগরতলা, ১০ অক্টোবর ।। ৯ই অক্টোবর, ২০১৭(সোমবার) একটি দৈনিক পত্রিকায় গাড়ি চালক নিখোঁজ ঘটনায় ধৃত আরও ১ শীর্ষক সংবাদে প্রকাশিত হয়েছে যে, একলব্য স্কুলের দারোয়ান সুরন দেববর্মাকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে । এই সংবাদ সম্পর্কে স্পষ্টীকরণ করা যাচ্ছে যে, খুমলুঙস্থিত একলব্য আদর্শ আবাসিক বিদ্যালয়ে বাৎসরিক চুক্তির ভিত্তিতে এ এস সিকিউরিটি প্রাইভেট সার্ভিস নামক সংস্থার মাধ্যমে নিরাপত্তারক্ষী (দারোয়ান) নিয়োগ করা হয়েছে। উক্ত নিরাপত্তারক্ষীকে একলব্য আদর্শ আবাসিক বিদ্যালয়ের জন্য এ এস সিকিউরিটি প্রাইভেট সার্ভিস নিযুক্তি দিয়েছে এবং সে উক্ত সংস্থার নিয়ন্ত্রণাধীন । আজ উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এই সংবাদ জানানো হয়েছে ।

গোলাঘাটি কৃষক আন্দোলনের শহীদদের স্মৃতিতে শহীদ স্মৃতি সৌধ স্মৃতি উদ্যান ও খুমচাক কলা কেন্দ্রের উদ্বোধন

অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে যারা প্রাণ হারান ইতিহাস তাঁদের ভুলে যায় না ঃ মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা,১০ অক্টোবর ।। সেদিনের স্রোতস্বিনী বুড়িমা নদী এখন শান্ত-স্থির । আবহমানকালের ধারায় বুড়িমা এখনো বয়ে চলেছে । নদীর দু-পাড়ের জীবন ধারাও বদলে গেছে । ভক্তঠাকুর ঘাটের সেই ব্যস্ততাও আজ আর নেই । ৬৯ বছর আগে এই গোলাঘাটির ভক্তঠাকুর ঘাটেই মজুতদারি ও মহাজনি অত্যাচার ও জুলুমের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল । শোষক মহাজনের কুটিল চক্রান্তে পুলিশের গুলিতে জুমিয়া ও কৃষকের রক্তে স্নাত হয়েছিল বুড়িমা নদীর ভক্তঠাকুর ঘাট । প্রাণ হারিয়ে ছিলেন ১২জন কৃষক । সে দিনটি ছিল ২৩ আশ্বিন, ১৩৫৫ বঙ্গাব্দ, ৯ অক্টোবর ১৯৪৮ । ইতিহাস মনে রেখেছে বীর শহীদদের । গোলাঘাটি কৃষক আন্দোলনের শহীদদের স্মৃতিতে শহীদ স্মৃতি সৌধ, শহীদ স্মৃতি উদ্যান ও খুমচাক কলাকেন্দ্রের আজ উদ্বোধন হল । মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার আজ দুপুরে প্রথমেই উদ্বোধন করেন ভক্তঠাকুর ঘাট সংলগ্ন শহীদ স্মৃতি সৌধের । এখানে শহীদদের স্মৃতিতে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয় । শহীদ স্মৃতি সৌধে একে একে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করেন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার, তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী ভানুলাল সাহা, এ ডি সি-র মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য রাধাচরণ দেববর্মা, বিধায়ক নিরঞ্জন দেববর্মা, বিধায়ক কেশব দেববর্মা, বিধায়ক নারায়ণ চৌধুরী, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সচিব এম এল দে, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের অধিকর্তা এম কে নাথ, সিপাহীজলা জেলার জেলাশাসক প্রদীপ চক্রবর্তী প্রমুখ । এরপরেই উদ্বোধন হয় শহীদ স্মৃতি পার্কের । উদ্বোধন করেন তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী ভানুলাল সাহা । উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার, এ ডি সি-র মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য রাধাচরণ দেববর্মা, বিধায়ক নিরঞ্জন দেববর্মা, বিধায়ক কেশব দেববর্মা প্রমুখ । এরপর গোলাঘাটি খুমচাক কলাকেন্দ্রের উদ্বোধন করেন এ ডি সি-র মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য রাধাচরণ দেববর্মা ।

কৃষক আন্দোলনের শহীদদের স্মৃতিতে পরে খুমচাক কলাকেন্দ্রে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার বলেন, আজ ত্রিপুরার গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ইতিহাসে এক ঐতিহাসিক দিন । তৎকালীন সময়ের মহাজনী শোষণের এক নিকৃষ্টতম দৃষ্টান্ত হল এই ভক্তঠাকুর পাড়া এলাকা । ৬৯ বছর আগে যারা মহাজনী শোষণের বলি হয়েছিলেন তাঁদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শন হিসাবে সরকারী উদ্যোগে শহীদ স্মৃতি উদ্যান, স্মৃতি সৌধ ইত্যাদি গড়ে তোলা হয়েছে । এগুলি করার জন্য সরকারী জায়গা ছিল কম । বেশ কয়েকজন তাদের নিজেদের জোত জায়গার কিছু অংশ ছেড়ে দেয়ায় এই পার্ক, স্মৃতি সৌধ ইত্যাদি গড়ে ওঠেছে । মুখ্যমন্ত্রী বলেন, যারা অত্যাচারী শোষক তারা স্বল্প সময়ের জন্য সুখ ভোগ করার সুযোগ পান । ইতিহাস তাদের ক্ষমা করেনা । অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে যারা প্রাণ হারান ইতিহাস তাঁদের ভুলে যায় না । এই স্মৃতি সৌধ এর প্রমাণ বহন করছে । মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সেদিন যে শোষণ, অত্যাচারের বিরুদ্ধে মানুষ লড়াই করেছিলেন এর রেশ এখনও শেষ হয়ে যায়নি । পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে নতুন কায়দায় শোষণের মাত্রা অব্যাহত রয়েছে । জাতীয় নীতির পরিবর্তন না হলে এই শোষণের মাত্রাও হ্রাস পাবেনা । এই শোষণের বিরুদ্ধে সারা দেশে যে লড়াই সংগ্রাম শুরু হয়েছে তাতে ত্রিপুরার মানুষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিচ্ছেন । এই লড়াইকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে এই পার্ক, স্মৃতি সৌধ হবে প্রেরণার উৎসস্থল । তিনি বলেন, রাজ্যের একটি অংশের মানুষকে বিপথগামী করার জন্য অনবরত প্রয়াস জারী রয়েছে । গোলাঘাটির ইতিহাস বর্তমান প্রজন্মের কাছে সঠিক ভাবে তুলে ধরতে হবে । মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সরকার অর্থ ব্যয় করে এই পার্ক, স্মৃতি সৌধ ইত্যাদি গড়ে তুলেছে । কিন্তু এলাকার জনগণকেই এর রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নিতে হবে । খুমচাক কলাকেন্দ্রের দ্বারোদঘাটন করে ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদের মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য রাধাচরণ দেববর্মা রাজ্যে শান্তি বিনষ্টের চক্রান্তকারীদের চক্রান্ত প্রতিরোধ করে জাতি উপজাতির শান্তি অক্ষুন্ন রাখতে সকল অংশের মানুষের প্রতি আহ্বান জানান । শুরুতেই তিনি ১৯৪৮ সালে খাদ্য আন্দোলনের সময় পুলিশের গুলিতে শহীদ ব্যক্তিদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন । তিনি বলেন, অন্যায়ের বিরুদ্ধে, শোষণের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে গিয়ে ১৯৪৮ সালের আজকের দিনে যারা শহীদ হয়েছিলেন ত্রিপুরার মানুষ চিরদিন তাদের স্মরণে রাখবেন । তিনি বলেন, এখনো শোষণ শেষ হয়ে যায়নি । শোষকদের কোন জাত নেই । তারা সবাইকে শোষণ করে । রাজ্যে জাতি উপজাতির মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির যে চক্রান্ত চলছে জাতি উপজাতি সকল অংশের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ ভাবেই তা প্রতিহত করতে হবে ।

সম্মানিত অতিথি হিসেবে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক নিরঞ্জন দেববর্মা । সংক্ষিপ্ত ভাষণে তিনি ১৯৪৮ সালের গোলাঘাটির কৃষক আন্দোলনের প্রেক্ষাপট নিয়ে আলোচনা করে বলেন, সেদিন মহাজনের নিকট ধান চাইতে গিয়ে পুলিশের গুলিতে অনেকগুলি প্রাণ মাটিতে লুটিয়ে পড়েছিল। তাঁদের স্মৃতিকে স্মরণীয় করে রাখতে রাজ্যের জাতি উপজাতি সকল অংশের মানুষ ঐক্যবদ্ধ ভাবে শহীদদের এই দিনে স্মরণ করে আসছেন । এখানে জাতি উপজাতির মানুষের ঐক্য ধ্বংস করার জন্য একটা অংশ চক্রান্ত করছে । এই ব্যাপারে সকলকে সতর্ক থাকতে বর্ষীয়ান বিধায়ক নিরঞ্জন দেববর্মা আহ্বান জানান । এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করে তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী ভানুলাল সাহা বলেন, এই স্মৃতি সৌধ, স্মৃতি উদ্যানকে রক্ষার দায়িত্ব নিতে হবে এলাকাবাসীকে । এই অঞ্চলকে নিয়ে যে অতীত ও ইতিহাস জড়িয়ে আছে তা নবীন প্রজন্মের কাছে নিয়ে যেতে মুখ্যমন্ত্রী যে পরামর্শ দিয়েছেন তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর তা কার্যকর করার উদ্যোগ নেবে । অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সচিব এম এল দে । তিনি জানান, ২০১৪ সালের ১০ অক্টোবর এই প্রকল্প রূপায়ণে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর উদ্যোগ নেয় । গোলাঘাটির কৃষক আন্দোলনে নিহত শহীদদের স্মৃতিকে কেন্দ্র করে একটি পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তোলার উদ্যোগ নেয় তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর । পুরো প্রকল্পে ব্যয় ধরা হয়েছিল ৬ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা । এখন পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৫ কোটি ৩২ লক্ষ টাকা । ভক্তঠাকুর ঘাটে শহীদ স্মৃতি সৌধের পাশাপাশি বুড়িমা নদীর ওপারে গড়ে তোলা হয়েছে শহীদ স্মৃতি উদ্যান । এই উদ্যানে রয়েছে ক্যাফেটোরিয়া, গ্রামীণ শিল্পীদের বিপনন কেন্দ্র, ওয়াচ টাওয়ার, পর্যটকদের বিশ্রাম কেন্দ্র, একটি রেস্ট হাউস, ২টি টংঘর, ফুটব্রীজ, একটি তথ্য ও মত বিনিময় কেন্দ্র, ভিউ পয়েন্ট ইত্যাদি । ভবিষ্যতে এই স্মৃতি উদ্যানে শিশুদের জন্য পার্ক, মুক্ত মঞ্চ ও বালির ভাস্কর্যের যাদুঘর গড়ে তোলা হবে।

খুমচাক কলাকেন্দ্রের অনুষ্ঠানে এই প্রকল্প নির্মাণে জমি দাতাদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার তাদের পরিবারের প্রতিনিধিদের হাতে রিসা, মানপত্র ও পুষ্পস্তবক তুলে দেন ।